ছাদের জন্য
লোহার কড়ি
বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বলট্ ইত্যাদি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।
সত্বর দরের জন্য পত্র লিখুন।
নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ
ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়,
২নং দর্শ্যহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Reg. No. C. 853

জাঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ২৷০ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা, বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

২৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৭শে আশ্বিন বুধবার ১৩৪৯ ইংরাজী 14th Oct. 1942 | ২১শ সংখ্যা

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৪৫ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ-আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৷৷০, ছোট ১৸০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিগ্রাম—"হিলিং" কলিকাতা।

গৃহ-রক্ষা

গৃহরক্ষার জন্যই জীবন-বীমা। গৃহ জাতীয় জীবনের প্রকৃষ্টতম প্রয়োজন, পৃথিবীর আশা-ভরসার স্থল। গৃহকে বাঁচাইয়া রাখিবার কাজে যাহার সার্থকতা আছে, তাহার প্রভাবও অপরিসীম। যিনি পরিবার প্রতিপালন করেন, তিনিই ত' সংসারের প্রধান আশ্রয়। তাঁহারি চারিদিকে গৃহ নীড় রচিত হয়। তাঁহার অভাবে গৃহ-সংসার বিধ্বস্ত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে—পারিবারিক বন্ধনও শিথিল হইয়া আসে। কিন্তু সেই প্রতিপালকের স্থানে জীবন-বীমা সংসার প্রতিপালনের দুরূহ ভার গ্রহণ করে। সংসার ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়—জাতীয় জীবনের শক্তি অব্যাহত থাকে।

আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বীমাপত্র দিতে পারে

আর্থিক পরিচয়

নূতন বীমা (১৯৪১)	...	...	প্রায় ৩ কোটি টাকা
মোট চলতি বীমা	...	...	১৮ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল	...	...	৪ „ ২৩ „ „ „
মোট সম্পত্তি	...	...	৪ „ ৬৩ „ „ „
দাবী-শোধ (১৯০৭-৪১)	...	...	২ „ ৫০ „ „ „
প্রিমিয়াম্ আয়	...	...	প্রায় ১ কোটি টাকা

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড,

হেড অফিস
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস,
কলিকাতা

ব্রাঞ্চ
বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, পাটনা ও ঢাকা।
এজেন্সী—ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৭শে আশ্বিন বুধবার, সন ১৩৪৯ সাল।

মায়ের পূজা

—•—

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর নিজস্ব শারদীয় উৎসবের দিন সমুপস্থিত। এই উৎসব উপলক্ষে বঙ্গের সকল জাতীয় ও সকল ধর্ম্মের লোকই আনন্দ উপভোগ করে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু মা আসছেন বলে আনন্দে বিহ্বল। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণও এই হিন্দুর উৎসব উপলক্ষে কর্ম্মক্লান্ত জীবনের কয়েক দিন অবকাশ লাভ করে। মা আনন্দময়ী যে কেবল তাঁর হিন্দু সন্তানগণের মধ্যে আনন্দ বিতরণ করেন তা নয়, তিনি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আনন্দ ছড়াইতে কার্পণ্য করেন না। মায়ের সেই জন্য সর্ব্ব-মঙ্গলা নামটী বড়ই মানানসই।

মা করুণাময়ী যেন কন্যাভাবে পিতৃগৃহে আসেন। ভক্তগণ যেন মাকে কন্যাভাবে আদর করিয়া উপাসনা করে। নইলে বাঙ্গালীর তো বারমাসে তের পর্ব্ব, কৈ এমন প্রাণ ভরে আনন্দ উপভোগ বাঙ্গালী আর কোন পূজা পার্ব্বণে করে কি? মা যেন আদুরে মেয়ের মত ভক্তের ঘরে এসে থাকেন তাই মায়ের আবদার অনেক সহ্য করতে হয়। মা তো নিজে আবদার করেন না সেই জন্য সর্ব্বভূতে বিরাজিতা। সর্ব্বস্বরূপা জননী অনেকের মধ্যে আবির্ভূতা হয়ে আবদার করতে থাকেন। মেয়ে, জামাই, পুত্রবধূ ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া দাসদাসী পর্য্যন্ত অনেকেরই আবদার সহিবার জন্য এখন গৃহস্থকে প্রস্তুত হইতে হয়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের হাসিমুখ দেখিবার জন্য চেষ্টা করে। সামান্য মনোমালিন্য বা মতান্তর হইলেও বলে বৎসরকার দিনে আর মনঃকষ্ট না লওয়াই ভাল। দুঃখ দৈন্যের একচেটিয়া মালিক বাঙ্গালী! আজ মায়ের আগমনে এই কয়টী দিনের জন্যে একবার শুকনো মুখে হাসি হেসে নাও। তারপর চিরদুঃখ তো আছেই। শত্রু মিত্র ভুলে বিবাদ বিসম্বাদ ভুলে, সকলে সমস্বরে বল—

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে॥
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি! নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি. দুর্গাদেবি নমোঽস্তুতে॥

বোধন

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজি, পুণ্য শারদ-লগনে
শোন, ধ্বনিছে গগনে পবনে
ওই, কা'র আগমনী গান?
কি এক অজানা পুলকের রাশি
ভরিয়া তুলিছে প্রাণ!
দূরে, নদী কুলু কুলু স্বরে
আজ, উলুধ্বনি কেন করে?
ভাসে, পাপিয়ার মিঠে তান—
এনেছে বহিয়া উতলা-সমীর
উদ্বোধনের গান।
ওগো, নূপুর বাজায়ে কে
ওই, চ'লে যায় পুলকে?
আজ, নিখিল বিশ্বে তারি
জ্ঞানার্জ্জনের অঙ্গন-তলে
সুর ওঠে ঝঙ্কারি'।
মাতা, মোহন-মূরতি বেশে,
হেথা, দাঁড়ায়েছে আজ এসে,
তারে, বরণ করিয়া নে'!
চন্দন মাখা' পুষ্প-মালিকা
কণ্ঠে জড়া'য়ে দে।

মাতৃ-আগমনে

শ্রীমতী কল্যাণী দেবী।

শারদ-প্রভাতে ধীরে
বাঙ্গালীর সেই মহা শুভদিন
আসিয়াছে পুনঃ ফিরে।
সুনীল আবার হয়েছে আকাশ
কুসুম সুবাসে আকুল বাতাস
প্রকৃতির মুখে সেই চারু হাস
উঠিয়াছে ফুটে ধীরে,
উছল পরাণে চরাচর আজি
ভাসিছে পুলক নীরে।
ভুলিয়াছে সবে প্রাণের বেদন
গিয়াছে জুড়ায়ে মরম দহন
শীতল হয়েছে তনু প্রাণমন
আশিস্ লভিয়া শিরে॥

ভাই আজ ডাকে আপনার ভায়ে
অরাতি সুহৃদে গিয়াছে মিশায়ে
গলাগলি করি যত ছেলে মেয়ে
রহিয়াছে মায়ে ঘিরে,
জননী আজিকে দেছেন অভয়
পরাণে পরাণে ভয় নাহি রয়
অমানিশা ঘোর ঘন তমোময়
গিয়াছে আজিকে ফিরে।
নিরাশা সাগর বুক হতে আজি
উপনীত আশাতীরে।

সভ্যের সহধর্ম্মিণী

সাজ পোষাকে সাজেন বাবু,
মাথেন এসেন্স গন্ধরে।
পত্নী তাঁহার তাঁহাকেও জিতে
বিবি সেজে থাকে অন্দরে।
উড়িয়া ঠাকুর ডাল ভাত রাঁধে,
মাংস পাকায় বাবুরচি।
বিবি সাহেবের খিজমৎ তরে
গোটা তিন চাই বাবুর ঝি।
গিন্নি মাথেন তিন বেলা সোপ
তবুও ফোটে না বর্ণ তাঁর
অলঙ্কারের মাপ লইবারে
রোজই আসে ঘরে স্বর্ণকার।

নেকলেস ভেঙ্গে হেলে হার হয়,
চুড়ি ভেঙ্গে হয় অনন্ত,
নিত্য নূতন ফ্যাসান উঠে
হয় না কিছুই পছন্দ।
বিলাসী বাবুর বিলাসিনী প্রিয়া,
ধনী শ্বশুরের নন্দিনী
সুখের অংশ ষোল আনা নেন
দুখের কেহ নন তিনি।
অভাব যখন স্কন্ধে চাপে
বিপদ তখন হয় ফ্যাসান,
প্রিয়ার প্রীতি জন্মাইতে
হারাতে হয় ভদ্রাসন।

অসভ্যের সহধর্ম্মিণী

মা লক্ষ্মীর সাথে নিত্য বিবাদ
দুবেলা জোটেনা অন্ন,
হাড় ভাঙ্গা খাটে তবু গান গায়
হয় না কভু বিষণ্ণ।
স্বামী কাটে মাটি কোদাল ধরিয়া,
পত্নী বয় তাহা শিরে,
দুঃখের পথে এগিয়ে চলেছে
পেছনে চাহেনা ফিরে।
ছেলে-পিলেদের আগে খেতে দিয়ে,
অবশিষ্ট যাহা থাকে।
স্বামীকে খাওয়ায়ে বাকি ভাত কটি,
ফেন খেয়ে প্রাণ রাখে।
শতগ্রন্থি মলিন বসন
মাথায় জোটেনা তেল,
স্বামীর সহিতে রোজ বয় মাটি
তবু তার সফা দেল।
সারাদিন খেটে গাধার খাটুনি
ঘরে ফিরে এসে নিত্য,
স্বামীটী বাজায় মাদল কি বাঁশী
পত্নী করে নৃত্য।
বকিলে মারিলে নাহি অপমান
বাজেনা এদের মর্ম্মে,
অসভ্য লোকের সহধর্ম্মিণী
সহায় সকল কর্ম্মে।

পাক্ষিক পত্র

৬-৯-৪২—জার্মানরা স্টালিনগ্রাড দখলের জন্য তাদের সব রকম বল চূড়ান্তভাবে প্রয়োগ করছে। তারা ক্রমেই বেশি বেশি ট্যাঙ্ক, সৈন্য এবং বিমান যুদ্ধক্ষেত্রে এনে ফেলছে। রুশ সৈন্যরা অপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে তাদের বাধা দিয়ে যাচ্ছে, জার্মানদের ক্ষতি হচ্ছে অতি ভীষণ। যুদ্ধবিশারদেরা বলছেন স্টালিনগ্রাড জার্মানরা নিতে পারবে কিনা তা বলা শক্ত, কিন্তু যদি নিতে সক্ষম হয় তা হলেও রুশদের প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়বে না। তারা তখন ভলগা নদীর অপর পারে গিয়ে দাঁড়াবে—যেমন তারা ইতিপূর্বে ডন নদীর পারে চলে এসেছিল। জার্মানদের তখন আবার গোড়া থেকে যুদ্ধ আরম্ভ করতে হবে। ইজিপ্টের যুদ্ধ বেশির ভাগ আকাশেই চলছে। টোব্রুকের উপর ছোটখাটো রকমের একটা আক্রমণ চালানো হয়েছে। প্রবল বাধার মুখেও মিত্রবাহিনী টোব্রুকে নামতে সক্ষম হয়। ফিরে আসার আগে তারা শত্রুর অনেক ক্ষতি করে এসেছে। এই আক্রমণে আর-এ-এফ বিমান খুব সাহায্য করে।

১৭-৯-৪২—মাডাগাস্কার দ্বীপে ভিশি কর্তৃপক্ষ যুদ্ধবিরতির জন্য আবেদন জানিয়েছেন। রুশ যুদ্ধ জার্মানদের মনের মতো হচ্ছে না—কেননা তারা বাধা পাচ্ছে অতি ভীষণ। জার্মানরা প্রবল একটা ট্যাঙ্ক বাহিনীর সাহায্যে খুব সাংঘাতিক একটা আক্রমণ আরম্ভ করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এই আক্রমণেই তারা রুশদের সম্পূর্ণ পরাস্ত ক'রে স্টালিনগ্রাড দখল করতে পারবে। সলোমন দ্বীপপুঞ্জের গুয়াডালকানাল দ্বীপটী ফিরে দখল করার জন্য জাপানীরা আবার উঠে পড়ে লেগেছে। যুদ্ধে জাপানীরা ২১ খানা বিভিন্ন জাতীয় বিমান খুইয়েছে। মার্কিনরা যেদিন থেকে এই দ্বীপপুঞ্জে অভিযান চালায় সেদিন থেকে জাপানীদের ধ্বংস বিমান-সংখ্যার সঙ্গে এই ২১ খানা যোগ করলে তাদের মোট বিমান ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪৫ খানা।

১৮-৯-৪২—রুশ সৈন্যবাহী বিমান নতুন নতুন সৈন্যবল বহন করে স্টালিনগ্রাডে এসে পৌঁছচ্ছে। স্টালিনগ্রাডের অবস্থা বিপন্ন হ'য়ে উঠেছে—কিন্তু অন্যান্য বিভাগে রুশরা প্রবল পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছে। অ্যালুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কিস্‌ক দ্বীপে মার্কিনরা আবার একটি জোর আক্রমণ চালিয়েছে এবং জাপানীদের প্রচুর ক্ষতি করেছে। চীনারা ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে চীনদেশে জাপানী অধিকৃত ২০০ মাইল রেলপথ এবং ২০টির বেশী শহর থেকে শত্রুকে বিতাড়িত করেছে। এই শহরগুলোর মধ্যে ওয়েনচাউ নামক চেকিয়াং এর শ্রেষ্ঠ সমুদ্রবন্দর এবং চুশিয়েন আর লিশুই উল্লেখযোগ্য। চীনারা কিয়াংসিতে যা কিছু হারিয়েছিল তার প্রায় সবখানি পুনরুদ্ধার করেছে। শীঘ্রগিরই আর-এ-এফ বিমানও চীনদেশকে পূরোপূরি সাহায্য করতে পারবে। বড় একটা আর-এ এফ বিমানদল জার্মানির রুর এলাকায় আক্রমণ চালিয়েছে—আক্রমণে আগুন খুব ব্যাপক ভাবে জ্বলে উঠেছিল। অন্যান্য কারখানা অঞ্চলেও বোমা ফেলা হয়েছিল।

১৯-৯-৪২—স্টালিনগ্রাডের প্রতিরোধ ক্ষমতা ব্যাপকভাবে ভেঙে জার্মানরা শহরে ঢোকার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। স্টালিনগ্রাড-যুদ্ধের খবর এখন আর আগের মতো সদম্ভে প্রচার করা হচ্ছে না—জার্মান বেতারেও খুব কম বলা হচ্ছে।

২০।২১-৯-৪২—আর এ-এফ বিমান এখন শত্রু সীমানায় ৮০০০ পাউণ্ড ওজনের বোমা ফেলছে। ৮০০০ পাউণ্ড প্রায় ৪০ মণ। এত ভারী বোমা আজ পর্য্যন্ত আর কেউ ব্যবহার করেনি। ডুসেলডর্ফ আক্রমণে আর-এ-এফ বিমান ঐ শহরের উপর ৪০ মণী ভারী বিস্ফোরক বোমা ছাড়াও আগুনে

অবশিষ্টাংশ ক্রোড়পত্রে দেখুন

নেহালিয়া আয়ুর্ব্বেদ ভবন

বালুচর বাজার মেন রোড
পোঃ জিয়াগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)

আমাদের ঔষধালয়ে সর্ব্বপ্রকার আসব, অরিষ্ট, ঘৃত ও তৈলাদি আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সমূহ শাস্ত্রোক্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রচুর পরিমাণে ও বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত হইয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয়ের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং যত্নের সহিত রোগ পরীক্ষায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা দেওয়া হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ইতি

প্রাণাচার্য্য কবিরাজ
শ্রীহরিনারায়ণ সিংহ
কাব্যতীর্থ বৈদ্যশাস্ত্রী।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদের ক্রোড়পত্র

২৭শে আশ্বিন বুধবার, সন ১৩৪৯ সাল।

ঈদ পর্ব্ব

গত ২৫শে আশ্বিন সোমবার স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের ঈদ পর্ব্ব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

পূজার বাজার

অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবারে খাদ্যসামগ্রী ও পরিধেয় বস্ত্র দুর্ম্মূল্য হওয়ায় সাধারণ লোকে ঐসব জিনিস আবশ্যক মত ক্রয় করিতে পারিতেছে না। কোন প্রকারে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জামা কাপড় কিনিতেছে।

শারদীয়া পূজার অবকাশ

শারদীয়া মহাপূজা উপলক্ষে আমরা দুই সপ্তাহের অবকাশ গ্রহণ করি ইহাই চিরাচরিত প্রথা। এ বৎসর পূজা উপলক্ষে মাত্র ১ সপ্তাহের অবকাশ গ্রহণ করিলাম। বাকী এক সপ্তাহের অবকাশ অতঃপর গ্রহণ করিব। গ্রাহক ও পাঠকবর্গের নিকট ইহাই বিনীত নিবেদন।

বন্য লতা গুল্ম হইতে রবার প্রস্তুতের চেষ্টা

রবার ভিন্ন অন্য কোন লতা গুল্ম হইতে রবার প্রস্তুত করা সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে প্রাথমিক গবেষণা করিবার জন্য মান্দ্রাজ সরকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সরকারের কৃষি রাসায়নিক শ্রীযুত পি, ভি, রামায়ার তত্ত্বাবধানে নানা প্রকার বন্য লতা গুল্মের রস সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা চলিতেছে।

ডাঃ মেঘনাথ সাহা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্য নির্ব্বাচিত

পরলোকগত মিঃ এন, সি, রায়ের স্থলে ডাঃ মেঘনাদ সাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

পরলোকে হরদয়াল নাগ

গত ২০শে সেপ্‌টেম্বর রবিবার রাত্রি সাড়ে দশটার সময় বর্ষীয়ান জননেতা হরদয়াল নাগ মহাশয় তাঁহার কুমিল্লা চাঁদপুরস্থ "হরদয়াল কুটীরে" ৯০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

আশ্রয়প্রার্থী অনাথ দল

৬৫ জন মান্দ্রাজে প্রেরিত

ব্রহ্মদেশ হইতে আগত একদল আশ্রয়প্রার্থী অনাথ কলিকাতায় আসিয়া স্থানীয় বিভিন্ন সাহায্য সমিতির তত্ত্বাবধানে ছিল। তাহাদের ৬৫ জনকে মান্দ্রাজে প্রেরণ করা হইয়াছে। তথায় দুইটী অনাথ আশ্রমে তাহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

পাক্ষিক পত্র

(মূল কাগজের অবশিষ্টাংশ)

বোমা ফেলেছিল ১ লাখের উপর। জার্মানির নাৎসি আন্দোলনের জন্মস্থান বিখ্যাত মিউনিক শহরের উপরেও বিমান আক্রমণ চালানো হয়েছিল খুব বড় একদল বিমানের

সাহায্যে। জার্মানরা স্টালিনগ্রাডের শহরতলীতে গিয়ে পৌঁছেছে। প্রত্যেক রাজপথে হাতাহাতি যুদ্ধ চলছে। অন্যদিকে রুশরা ভরোনেঝ অঞ্চলে প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করেছে।

২২-৯-৪২—ফিলিপিনে জাপানীরা স্থানীয় অধিবাসীদের সব শিল্প বাণিজ্য কাজ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের লোককে সেই সব জায়গায় বসিয়ে দিচ্ছে।

২৩-৯-৪২—মার্শাল টিমোশেঙ্কোর বাহিনী জার্মানদের ক্ষতি করেছে অতি ভয়াবহ। স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধ প্রতিমুহূর্ত্তে প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছে। প্রবল একটা জাপানী নৌবহর গত সপ্তাহে সলোমন দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করতে এসেছিল কিন্তু মার্কিন বিমানের আক্রমণের মুখে টিকতে পারেনি, দ্রুত গা ঢাকা দিয়েছে। তার মানে জাপানীদের বিমান বল অন্তত এ অঞ্চলে বেশি নেই।

২৪-৯-৪২—স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে জার্মানরা কিছুদিন ধ'রে শহরটিকে অবরোধ করে রেখেছিল, কিন্তু রুশ পক্ষের নতুন বল এসে পড়াতে যুদ্ধের গতির পরিবর্তন ঘটেছে। স্টালিনগ্রাড রক্ষীরা অভূতপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে শত্রুকে বাধা দিচ্ছে। জার্মানদের সময় তালিকা সবই ওলোট পালট হ'য়ে গেছে।

২৫-৯-৪২—স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে জার্মানরা রুশদের প্রবল পাল্টা আক্রমণে ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম বিভাগের দিকে হটে যেতে বাধ্য হচ্ছে। স্টালিন স্বয়ং যুদ্ধরত সৈন্যদের বলেছেন "প্রত্যেকটি দিন যা আমরা লাভ করছি—অর্থাৎ শত্রুর উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে দেরী করিয়ে দিচ্ছি তাতে টিকে যেতে পারে। চীনারা কিনহোয়া এবং লানচিতে অবস্থিত জাপানীদের উপর ক্রমাগত চাপ দিয়ে যাচ্ছে।

২৬-৯-৪২—নিউগিনি এবং সলোমনে জাপানীদের বিমান শক্তি দুর্বল থাকায় যুদ্ধের গতি যে এই এলাকার ফিরে গেল এমন কথা বলা যায়। আগে জাপানীদের বিমান অনেক বেশি ছিল—তারা তখন অবিরাম আক্রমণ চালাতে পারত—কিন্তু এখন তারা আত্মরক্ষা করছে। স্টালিনগ্রাডে রুশদের অবস্থা একটু ফিরেছে।

২৭।২৮-৯-৪২—নিউগিনির কতক অংশ থেকে অষ্ট্রেলিয়ানরা জাপানীদের তাড়িয়ে দিয়েছে। ব্রিটিশ বৈদেশিক সচিব মিস্টার অ্যাণ্টনি ইডেন বলেছেন—এবারে পাকাপাকিভাবে কাজ হাঁসিল করতে হবে। প্রত্যেক ২০ বছর পরেই যে যুদ্ধ আরম্ভ হবে—এবারে আর আমরা তা হ'তে দেব না।

২৯-৯৪২—স্টালিনগ্রাডের অবস্থা আর একটু উন্নত হয়েছে। কিন্তু জার্মানরা নতুন সৈন্যবল এনে আবার আক্রমণ চালাচ্ছে।—

৩০-৯-৪২—উত্তর পশ্চিম দিকে জার্মানরা স্টালিনগ্রাডের সীমানায় ঢুকেছে। কিন্তু রুশরা দক্ষিণ থেকে জার্মানদের উপর প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করেছে।

মা আসছেন

যূথিকার তরুণ পাতায়,
মাধবীর শাখীর ছাতায়,
চামেলীর বাড়ন্ত লতায়,
মা আসছেন।

আকাশের নব নীলে নীলে,
শারদ-শশীর হিরা ঝিলে,
তারকা-মালার ঝিলমিলে,
মা হাসছেন।

ঝরা-শেফালির গন্ধে গন্ধে,
পবন-দোদুল কমল ছন্দে,
দোপাটী-বালার রঙন দ্বন্দ্বে,
মা নাচছেন।

তট-চুম্বিত তটিনী কূলে,
ঘন-সজ্জিত কাশের ফুলে,
অস্ত-ছবির রক্তিমা তুলে,
মা ভাসছেন।

বোধনের শুভ উদ্বোধনে,
কোমলার কর-আলপনে,
প্রবাসীর রাখী বন্ধনে,
মা আসছেন;
হৃদিমন্দিরে হাসছেন।

শ্রীপার্ব্বতীচরণ রায়

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুরবল্লী

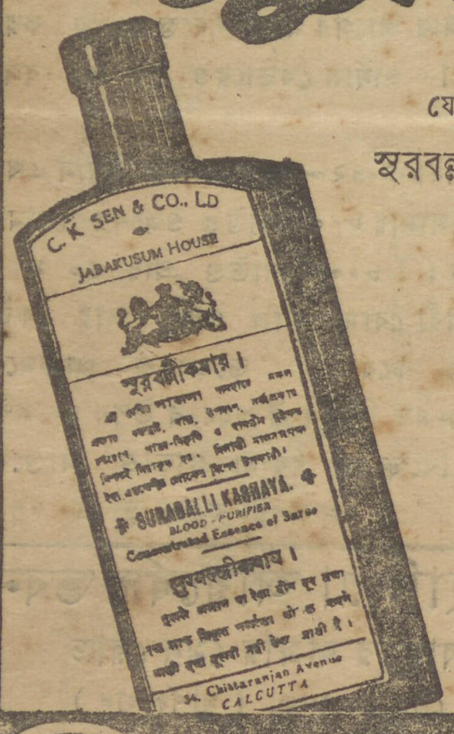

যে সব ডাক্তার রা
সুরবল্লী ব্যবস্থা করে
দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

মহা সমর ! মহা সমর !!

এই দুর্দ্দিনে দেশের অর্থ দেশে রাখুন। এবং দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর অন্ন-সংস্থানের সহায়তা করুন। ভারতে উৎপন্ন তামাকে হাতে তৈয়ারী ভারত বিখ্যাত

মোহিনী বিড়ি

যাহা মোহিনী বিড়ি, মোহিনী ২৪৭ বা ২৪৭ নং বিড়ি বলিয়া পরিচিত, সেবন করুন। ধূমপানে পূর্ণ আমোদ পাইবেন। আমাদের প্রস্তুত বিড়ি, বিশুদ্ধতার গ্যারাণ্টি দিয়া বিক্রয় করা হয়। পাইকারী দরের জন্য লিখুন। একমাত্র প্রস্তুতকারক ও স্বত্বাধিকারী :—মুলজী সিক্কা এণ্ড কোং

হেড অফিস—৫১, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মোহিনী বিড়ির

শাখাসমূহ :—১৬, নং নবাবপুর রোড, ঢাকা,
সরায়গঞ্জ, মজঃফরপুর বি-এন-ডব্লিউ-আর।
ফ্যাক্টরী—মোহিনী বিড়ি ওয়ার্কস,
গোণ্ডিয়া (সি, পি) বি-এন-আর।
আমাদের নিকট বিড়ি প্রস্তুতের বিশুদ্ধ তামাক ও পাতা খুচরা ও পাইকারী হিসাবে পাওয়া যায়।
দরের জন্য পত্র লিখুন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সি

পৃথিবীর সর্ব্বত্র

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী
এম-এ, এফ-সি-এস (লণ্ডন), এম-এস-সি (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা
সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্যবিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা
ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ
প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় রস ও স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা।

সুসংবাদ ! সুসংবাদ !

জটিল দুরারোগ্য ও পুরাতন পীড়ার চিকিৎসার জন্য সুপ্রসিদ্ধ অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, এম-বি, হোমিও মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করুন। তিনি এযাবৎ বহু সংখ্যক জটিল ও পুরাতন রোগীর সাফল্যের সহিত চিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন। ডাকযোগেও চিকিৎসা করা হয়। কলিকাতার দরে যাবতীয় সরঞ্জামসহ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রয় হয়।

বিনামূল্যে পশু-চিকিৎসা করা হয়।

ডাঃ স্বর্গীয় সীতানাথ দাসের পুত্র
গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারীকৃত ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত
ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, এম-বি, হোমিও
"সর্ব্বমঙ্গলা ঔষধালয়" পোঃ রাজগাঁ, বীরভূম।